AgEcon SEARCH
RESEARCH IN AGRICULTURAL & APPLIED ECONOMICS

The World's Largest Open Access Agricultural & Applied Economics Digital Library

This document is discoverable and free to researchers across the globe due to the work of AgEcon Search.

Help ensure our sustainability.

Give to AgEcon Search

AgEcon Search
http://ageconsearch.umn.edu
aesearch@umn.edu

*Papers downloaded from **AgEcon Search** may be used for non-commercial purposes and personal study only. No other use, including posting to another Internet site, is permitted without permission from the copyright owner (not AgEcon Search), or as allowed under the provisions of Fair Use, U.S. Copyright Act, Title 17 U.S.C.*

সমবায় ভিত্তিক কৃষি প্রবর্তনে সমাজ ব্যবস্থার গুরত্ব*

মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার
লেকচারার,কৃষি অর্থনীতি বিভাগ,
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

বাংলাদেশ সরকার ঘোষনা মূলনীতিগুলোর মধ্যে সমাজতন্ত্রের উলে-খ এবং তৎপরবর্ত্তী কয়েকটি কার্য্যক্রম ঘোষিত যে বিষয়টি বিশেষভাবে প্রমান করে তা হল এই যে, এখানে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এবং তা কাজে লাগানোর প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে । এগুলো সরাসরি সমাজতান্ত্রিক কার্যসূচী নয় বরং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করার কর্মসূচী। এগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, পুঁজিবাদী বিকাশ ও তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দগুলোকে এড়িয়ে অপুঁজিবাদী বিকাশের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রে উত্তরনের সম্ভাব্য প্রচেষ্টা এতে সম্মিবেশিত।

একটি পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনের পথম পদক্ষেপে যে প্রধান আশু লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে হবে তা হোল ঃ

১. কৃষি ক্ষেত্রে বর্তমানকার শ্রেণী শোষনের অবসান;
২. ভূমিহীন কৃষক–শ্রমিক সহ বর্তমানে অব্যবহৃত–বা অর্ধব্যবহৃত শ্রম শক্তিকে যথা সম্ভব বেশী পরিমনে ও দক্ষভাবে কৃষিক্ষেত্রে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা;
৩. কৃষিতে বৈজ্ঞানিক চাষাবাদের সুলভ, সহজ ও ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টার করা।

এই লক্ষগুলো অর্জনের পথে প্রধান অন্তরায় বর্তমান ভূমি ব্যবস্থা। এই ভূমি ব্যবস্থায় প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্ক সমাজের বৈষয়িক উৎপাদন শক্তির বিকাশের রূপ থেকে পরিবর্তিত হয়ে পরিণত হয়েছে 'উৎপাদন শক্তির শৃঙ্খালে'। বর্তমান 'সমাজব্যবস্থার মধ্যে যতটা উৎপাদন শক্তির স্থান হতে পারে তার সমস্ত কিছুর 'বিকাশ' সম্ভবতঃ শেষ হয়েছে এবং হয়েছে বলেই সেই সমাজের গর্ভে নতুন উন্নততর উৎপাদন সম্পর্কের অস্তিত্বের বৈষয়িক শর্ত পরিপক্ক হয়ে উঠেছে'। তার পরিপূর্ণ আবির্ভাবের জন্য প্রয়োজন একটি সামাজিক বিপ-বের যার ফলে গোটা 'অর্থনৈতিক' বনিয়াদটা পরিবর্তিত হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিরাট উপরি কাঠামোও কম–বেশী দ্রুত রূপান্তরিত হয়ে' উলে-খিত লক্ষ্যগুলো অর্জনের বাস্তব অবস্থা সৃষ্টিকরবে।

সমাজ বিপ-বের অন্যতম প্রধান কার্যক্রম হিসাবে প্রয়োজন হবে ব্যাপক ভুমি সংস্কারের। বাংলাদেশ সরকার ভূমি সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ভুমি মালীকানার উচ্চসীমা ১০০ বিঘা নির্ধারন করে উদ্বৃস্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণের কথা ঘোষনা করেছে। যদিও ১০০ বিঘা উচ্চসীমা একটু বেশী হয়েছে বলে মনে করার যথেষ্ট কারন আছে তবুও এটাই পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে একটা বৈপ-বিক কাজ সাধিত হবে। তবে এর ফলে সকল ভূমিহীন কৃষক ভূমি পাবে না এবঙ অপেক্ষাকৃত ছোট খামার মালীকদের ভূমির পরিমান বাড়ানো সম্ভব হবে না। ফলে বর্গাপ্রথা ইত্যাদির প্রচলন থেকে যাবে। কাজেই ভূমি ব্যবস্থার পুনবিন্যাস সাধনের আবশ্যিক পদক্ষেপ হিসাবে বর্গা বা ভাগ চাষীদের স্বার্থ, স্থায়িত্ব রক্ষা করে জোৎদারের কৃপার হাত থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে তাদের উৎপাদিকা শক্তি বাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

এই ব্যবস্থাগুলো বাস্তবায়িত করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় লক্ষ দুটো অর্জনের নিশ্চয়তার জন্য যা প্রায় একইসাথে প্রয়োজন হবে তাহলো নিজেদের বোঝাপড়ির ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় অংশ গ্রহনের মাধ্যমে যথাসম্ভব সকল কৃষকদেরকে, বিশেষতঃ ক্ষুদ্র কৃষকদেরকে সমবায় ভিত্তিক চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসা। এ পর্যন্ত যে ব্যবস্থাগুলোর কথা বলা হোল তার যৌক্তিকতার প্রমাণ- আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী দেশ ভারতের বিভিন্ন কৃষিনীতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এশিয়ান ড্রামা গ্রন্থে গুনার মিরডালের বক্তব্য। তিনি বহু ভারতীয় এবং বিদেশী গবেষক ও লেখকদের উদ্বৃতি দিয়ে প্রকারান্তরে একথা প্রমান করেছেন যে, ভারতে কৃষি ও কৃষকদের উন্নতির উপায় হিসাবে প্রবর্তিত সমবায় চাষাবাদ, সমবায় ঋনদান সমিতি, বিপনন সমিতি, কৃষি সম্প্রসারন ব্যবস্থা, গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি, ইনটেনসিভ ডিসট্রিকট প্রোগ্রাম ইত্যাদি ব্যবস্থাগুলোর তুলনামূলক অসাফল্যের প্রধান কারন ভুমি সংস্কারের ব্যর্থতা। অর্থাৎ আমাদের দেশের জন্য বর্ণিত জাতীয় লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে হলে ভূমি সংস্কার থেকে সমবায় পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রমগগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও পরিপূরক, কাজেই বাস্তবায়ন অবশ্য প্রয়োজনীয়।

* Presented at the 'Co-operative Faming Seminar, BARD, Comilla, 24-26 April, 1972.

ভূমি সংস্কার থেকে সমবায় পর্যন্ড় গ্রহিযুক্ত– এই কার্য্যসূচীকে বাস্ড়বায়ন করতে হলে সরকারী আমলা কর্মচারীদের পরিবর্তে রাজনৈতিকভবে সচেতন কৃষকদের নিজস্ব সংগঠনের সহযোগীতার উপর নির্ভর করতে হবে। আমাদের দেশে সে ধরনের ব্যাপক ভিত্তিক সংগঠন এখনও অবশ্য গড়ে ওঠেনি। বিভিন্ন প্রগতিশীল রাজনৈতিকদল ও কৃষক সমিতি গুলোর মধ্যে সচেতন এবং নিষ্ঠাবান বহু কর্মী রয়েছেন। সকল দলের এসব কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে অসংগঠিত কৃষক সমাজকে শান্ড়িপূর্ণভাবে ভূমি সংস্কারে সহযোগীতা করার জন্য এবং পরে সমবায়ের ন্যায় যৌথ কর্মপদ্ধতিতে অংশগ্রহন করানোর চেষ্টা চালতে হবে। ঐক্যবদ্ধভাবে সকলের ভাগ্যোন্নয়নের প্রজেক্টার মাধ্যমে নিজের উন্নতির সম্ভাবনা সম্পর্কে কৃষকদের সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে, তার উৎসাহকে কাজে লাগাতে হবে এবং তার মধ্যে আত্নবিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে। আইন করে আমলা কর্মচারীদের প্রশাসনিক কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতা থেকে এটা বুঝা যাবে।

বাংলাদেশে ১৯৬০ সালের আগ পর্যন্ড় কোন সত্যিকার সমবায় আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। যা হয়ছে তাকে বলা যেতে পারে সমবায় সংক্রান্ড় কতিপয় সরকারী নীতি ও নির্দ্দেশ। কাজেই বাংলাদেশে যা ব্যর্থ হয়েছে তা সমবায় আন্দোলন নয়- সমবায় সংক্রান্ড় সরকারী নীতি ও নির্দেশ। পরে কুমিল-ায় সমবায়ের নতুন পদ্ধতি পরীক্ষামূলকভাবে প্রবর্তন করা হয়েছে তার তুলনামূলক সাফল্যের পিছনে পদ্ধতির গুনাগুনের সাথে আরও যে একটি বিষয় বিশেষভাবে কাজ করেছে তা হল একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও তার ত্যাগ। তারও পরে চট্টগ্রামের রাঙ্গনিয়ায় সমবায়ের নবরূপায়নের পিছনেও কাজ করেছে আর একটি ব্যক্তিত্ব, তার ক্ষমতা ও ত্যাগ। সাফল্যগুলোর মূল্যায়ন করতে গিয়ে এ বিষয়গুলো মনে রাখা প্রয়োজন এইজন্য যে, কুমিল-া বা রাঙ্গুনিয়ার অভিজ্ঞতা সারা দেশে সাফল্যজনক ভাবে বাস্ড়বায়যনের চেষ্টা করতে গিয়ে এ ব্যাক্তিত্বের অভাব প্রকট হয়েছে। সারাদেশের জন্য প্রয়োজনীয় এইরূপ বহুসংখ্যক ব্যক্তিত্বের যথাযোগ্য বিকল্প হতে পারে আদর্শভিত্তিক সচেতনভাবে সংগঠিত কৃষক সমাজের শক্তি।

দ্বিতীয়তঃ উৎপাদন পদ্ধতি বা কলাকৌশলের ক্ষেত্রে বিপ-ব আনয়নের সাথে সমাজের কল্যান সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচী বাস্ড়বায়নের পরিপূরক হিসাবে কাজ করার জন্য দেশের প্রশাসন ব্যবস্থাসহ গোটা উপরিকাঠামোটাকে ঢেলে সাজাতে হবে। এটা বুঝতে হবে যে, বর্তমান সমবায় ডাইরেক্টরেট, আই , আর ,ডি, পি, কৃষি বিভাগ, জমি রেকর্ডিং বিভাগের কর্মচারীদের দ্বারা ভূমি সংস্কার, সমবায় আন্দোলন. কৃষি বিপ-ব সম্ভব নয়। এসব কর্মচারীদেরকে সরকার বেতন দিতে পারে, কিন্তু বাস্ড়বে সমবায় সংগঠনের অধীনে তাদের কার্য্যক্রম পরিচালিত করার বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

তৃতীয়তঃ দেশে একটি বিরাট দগ্ধ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে এবং তার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। জনগনের মানসিক বিকাশ, তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদনে সরাসরী সহায়ক হবে এমন শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করতে হবে।গোটা কর্মসূচীটার সাফল্যের এক অর্থে এটা হবে পূর্ব শর্ত। কিন্তু বর্তমানে এর অভাব আছে বলে কর্মসুচী স্থগিত রাখার কোন যুক্তি নেই। তাহলে এটা কোন দিনই শুরু করা যাবে না। সবশেষে এটা মনে রাখা উচিৎ যে, গোটা কর্মসূচীটা ব্যাপক এবং বিপ-বাত্নক। এর বাস্ড়বায়ন করতে গেলে সমাজের কিছু সংখ্যক লোকের স্বার্থহানী হবে, সাময়িকভাবে উৎপাদনে কিছুটা ব্যাঘাত হবে ইত্যাদি সংশায় অনেকে প্রকাশ করেন। হতে পারে কারন কোন দেশেই এটা এড়ানো সম্ভব হয়নি। কিন্তু এটা বাস্ড়বায়নে যত বিলম্ব করা হবে, যত গড়মসি করা হবে, সমস্যা এবং অভাবকে তত দীর্ঘায়িত করা হবে। অনেকে এটাও মনে করেন যে, জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার মধ্যবিত্তের সরকার বলে রাজনৈতিক কারনে এসব ব্যাপক ও বিপ-বাত্নক কর্মসূচী গ্রহন ও তা বাস্ড়বায়নে গড়িমসি করে থাকে। সেখানেও একথা মনে রাখা উচিৎ-দেশের জনসংখ্যার অধিকাংশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক মুক্তির নিশ্চয়তা দিয়েই রাজনৈতিক স্বার্থ অত্যন্ড় ভালভাবে রক্ষা করা যায়।

<u>তথ্য নির্দেশ ঃ</u>

১। মার্কস- এঙ্গেলস, রচনা সংলকন, ১ম খন্ড ২য় অংশ,প্রগতি প্রকাশানা, মস্কো।

২। গুনার মিরডাল, Asian Drama, Vol 2, Penguin Books,1968.

৩। Millikan and Hapgood, No Easy Haruest, Little, Brown & Co. Boston, 1967

৪। A.M.Muazzam Husain, A Model Cooperative Organization for Agricultural Development in East Pakistan. Doctoral Dessertation, Texas A & M University, USA. 1964.

৫। The Theory & Practice of the Non-capitalist Way of Development, International Affairs, Moscow, November,1970.